



www.naska.org

6th November, 2010

Message from NASKA

It is with great honor and pleasure NASKA introduces the first Kali Puja to our community.

Almost a year ago on November 22, 2009 a few of us got together while celebrating a birthday party in Dumont, New Jersey. We had one thought in our minds but no agenda for discussion during the next several hours of that afternoon. However, by the time the day was over, we knew for sure a long dream of ours was coming true. North America Sarbojanin Kalipuja Association (NASKA) was founded.

It is a common belief that Maa Kali is the fearful form of the mother Goddess Durga. Goddess Kali is one of the most powerful forms of the Shakti, the eternal energy. Maa Kali symbolizes the basic powers to fight the evil. KaliPuja is performed on the night of Kartik Amavasya (October/November) in many parts of India. This Puja is a deep incantation to the frightening Goddess, the Mother Kali. It is an intense invocation to the fearsome Goddess. The main purpose of the Puja is to seek the help of the Goddess in destroying evil - both in the outside world and within us. And today, we have gathered to worship Goddess Kali. While we celebrate this evening, our primary objective is to share our culture and pride with everyone across North America.

The success of our Association, to a great extent, is due to the commitment of our sponsors, volunteers and all of you who came forward to serve and work together in a magnificent teamwork.

Our goal is to make this evening very enjoyable for you. Sincerest gratitude to all of you for your continuous support to make our Association a contributing member in the community. We welcome any constructive criticism to help us organize even better next time.

Please accept our deep appreciation for your interests and participation in our programs and activities. A full social program that includes puja ceremony, a gala dinner and a musical performance will make your evening unforgettable.

Wish all of you and your families across the globe, good life and best wishes.

**NASKA Executive Committee
Nov 06, 2010**

North America Sarbojanin Kali Puja Association Inc.

PO BOX : 320731
Fairfield, CT -06825
www.naska.org
naskact@yahoo.com

President Sarbamangal Chowdhury

Vice President Tarun Chowdhury

Secretary Prabir Patra

Treasurer Ashoke Bhattacharjee

Executive Committee Subhajit Maitra, Navarun Gupta, Ranjit

Member Basak, Nirupam Basu



Souvenir Magazine editing, material acquisition, layout and design
Animesh Chandra

From the Editor's Desk

A long time wish, dreamt by a few enthusiastic people; an organized effort woven by a single flame of devotion – and NASKA became a reality. It gives me immense joy and pleasure to be a part of the first year of celebration of Sarbojonin (Community) KALI PUJA in Connecticut. Every effort has been made to make this evening unforgettable. I sincerely hope that, this souvenir magazine would also contribute to the effort.

This magazine showcases literary works of writers and creative geniuses of artists from the United States of America and India. I am grateful to all, who have graciously contributed their work for everyone to enjoy.

I want to send out a very special “thank you” to Mr. Sukanta Dey for generously sending us a poem for this magazine. Mr. Dey is an acclaimed poet in India with many publications to his credit.

I want to thank all the little geniuses for their imaginative writings and expressive artworks. This magazine has been adorned with the colors of their innocent minds.

I would also like to thank all the sponsors and business owners for their advertisements in this magazine.

In a number of places, I have used clip-arts and pictures, available from Internet as fillers. I want to express my gratitude to all these sources.

I would like to mention that neither NASKA, Inc., nor the members of its Executive Committee nor I are responsible in any shape or form for any opinion expressed (or implied) by an artist, author or advertiser in this magazine.

I wish you all the best and hope you'll enjoy reading this magazine as much as you enjoy the Puja.

Animesh Chandra

Events

| | | |
|-------------------|---|--|
| 4:00PM to 8:00PM | : | Puja(Worship) |
| 6:00PM to 8:00PM | : | Children's drawing/art engagement |
| 8:00PM | : | Puspanjali(flower offerings) |
| 8:20PM | : | Arati(Fire Ritual) |
| 8:40PM | : | Prasad(MAA's blessing) distribution |
| 9:00PM | : | Raffle |
| 8:00PM to 10:00PM | : | Dinner |
| 10:00PM | : | Musical entertainment by Koyel Mukherjee of SaReGaMaPa Fame |

A note of thanks!

Executive Committee of NASKA Inc would like to thank you for all your support and cooperation. It has helped us immensely in our endeavor. Thank you for recognizing the spark in NASKA and giving us the opportunity to be what we are today.

Thank you.

- Volunteers
- Advertisers
- Amarnath Ghosh, Kumartully, Kolkata, India
- Allcargo Global Logistics Limited Kolkata, India
- Mercy High School, Middletown, CT,USA
- Parichoy of New Haven, CT
- Bengali Association of Greater Hartford, CT,USA
- Udayani Cultural Club, Stamford, CT, USA
- Mr. Rajendra Agrawal
- Local Indian Groceries and Restaurants

কালীপূজার ইতিহাস

অশোক চক্রবর্তি
চেশার, কানেটিকাট

কালীপূজার ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়। তন্ত্রের উভয় যেখানে সাত হাজার বছর সেখানে কালীপূজার প্রচলন মাত্র চারশ' বছর। এর প্রচলন করেছিলেন তত্ত্বসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ। বেদে কোন দেবদেবীর মূর্তি গড়ে পূজার প্রথা ছিল না, মূল তন্ত্রেও ছিল না। বেদে'র কট্টোরপন্থী আর্যসমাজ মুর্তিপূজার বিরোধী। মুর্তিপূজা শুরু হয় বৌদ্ধ যুগে। এদেশে বৌদ্ধধর্মের প্লাবন যখন আসে তখন দেশের অধিকাংশ মানুষই বেদের যাগযজ্ঞ প্রধান আর্যধর্ম বা তন্ত্রের দুরহ সাধনা ছেড়ে দিয়েছিল। তারা বুদ্ধের মুর্তির সামনে প্রার্থনা করত। মহাভাগীনী বৌদ্ধের যুগে বুদ্ধশক্তি রূপে নানান দেবদেবীরও মুর্তি গড়া হতে থাকে। তারপর শংকরাচার্যের পর নবীন হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান হলেও সঙ্গে সঙ্গে পৌরাণিক যুগ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু তন্ত্রকে কি করে জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করা যায়, এ নিয়ে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (১৬-১৭ শতক) গভীর ভাবে চিন্তা শুরু করলেন। কথিত আছে, গভীর রাতে শুশানে শাক্তসাধক কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ যখন ধ্যানধারণায় রাত, তখন ধ্যানযোগে জগন্মাতা ভক্তের মনোবাসনা পূর্ণ করার জন্যে তাঁকে বললেন, ‘নিশাবসান কালে সর্বপ্রথম যে নারী মুর্তি যে রূপে, যে ভঙ্গীতে তোমার নয়ন গোচর হবে, তাই হবে আমার সাধক ভক্তজনের হৃদয় বিহারিণী মুর্তি।’

পরদিন খুব ভোরে কৃষ্ণানন্দ গঙ্গাস্নানে চলেছেন। তাঁর চোখে পড়ল, রাস্তার পাশেই একটা কুটির। সেই কুটিরের দ্বারে শ্যামাঙ্গিনী এক গোপ-রমনী। তাঁর ডান পা কুটিরের অনুচ্ছ বারান্দার ওপর স্থাপিত। আর বাম পা নীচে মাটিতে। ডান হাতে এক তাল গোময়। এমনিভাবে তা উঁচু করে ধরা আছে যেন বরাভয় মুদ্রার প্রতিচ্ছবি। বাম হাত দিয়ে বেড়াতে মাটির প্রলেপ দিচ্ছেন। রমণীর কেশরাশি আলুলায়িত। হঠাৎ আচার্য কৃষ্ণানন্দকে দেখে লজ্জায় জিব কেটে সামন্য মুখ ফিরিয়ে দাঁড়িয়েছেন ওই রমণী।

এই দৃশ্য দেখে কৃষ্ণানন্দের গত রাত্রির জগন্মাতার নির্দেশ মনে ভেসে উঠল। তখন তিনি যে মুদ্রায় এই শ্যামাঙ্গিনী রমণী কে দেখলেন তার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তন্ত্রে বর্ণিত দশমহাবিদ্যার প্রথম মহাবিদ্যা শ্যামা বা কালীর মুর্তি তৈরী করলেন, এবং এইভাবে তিনি শক্তিরপনী জগন্মাতার পূজা শুরু করলেন ও জনসাধারণের মধ্যে তার প্রচলন করলেন। বলা বাহ্য্য, কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ-ই প্রথম শ্যামাপূজার সুত্রপাত করলেন।

পূর্বেই বলেছি, সাধকদের মনের বিভিন্ন ধরণের ভাব ও বিভিন্ন তত্ত্বকে পরবর্তীকালে মুর্তিরূপ দেওয়া হয়েছে। যেমন, ভারতবর্ষের ওপর মাতৃত্ববোধ আরোপের ভাবটিকে ‘ভারতমাতা’র মুর্তির মধ্য দিয়ে প্রকাশ করা হয়। তেমনই, কালীমুর্তির মূল প্রকৃতি বা আদ্যাশক্তির প্রতীকী রূপ। এই বিশ্বরক্ষাত্মের উত্তৃতি ব্রক্ষ থেকে। দার্শনিক বিশ্লেষণে বলা হয় ব্রক্ষ হলেন শিব+শক্তি।

‘পুরুষ’ মানে ‘পুরে শেতে যঃ সঃ’ অর্থাৎ সমস্ত সত্ত্বার অভ্যন্তরে সাক্ষী সন্তারণে যিনি বিদ্যমান। আর প্রকৃতি হ’ল ‘প্র করোতি যা সা’ অর্থাৎ প্রকার সর্জনী ক্ষমতা। পুরুষ হচ্ছে বিশ্বের উপাদান কারণ- চৈতন্য সত্ত্ব। আর প্রকৃতি হ’ল ক্রিয়াশক্তি। যেমন, একটা স্তুল উদাহরণ দিয়ে জিনিসটা বোঝানোর চেষ্টা করি-। একতাল মাটি থেকে নানান পুতুল গড়া হয়। এই মাটি হ’ল উপাদান কারণ, এই মাটি থেকে নানান পুতুল গড়ার জন্যে একটা ক্রিয়াশক্তি দরকার। বলা হয়, এই বিশ্বরক্ষাত্মের মূল উপাদান কারণ হ’ল চৈতন্য সত্ত্ব—পুরুষ। আর আপাত নিমিত্ত কারণ হ’ল প্রকৃতি— একেই বলা হয় আদ্যাশক্তি।

পুরুষ তথা চৈতন্যের ওপর শক্তির লীলানৃত্য চলছে। তারই প্রতীকী মুর্তি হ’ল শিবের বক্ষে কালীমুর্তি। কালীর রং কালো, কারণ সৃষ্টির আদিতে তখন কোন বর্ণ সৃষ্টি হয়নি। আদ্যাশক্তি অসীম। তাই কোন বসন দিয়ে তাকে ঘেরা যাবে না— তাই তিনি বিবসনা।

গলায় মুন্ডমালা কেন? তান্ত্রিক সাধকের গান আছে—

‘আদিভূতা সনাতনী শুন্যরূপা শশীভালী,
ব্রহ্মান্ত ছিল না যখন মুন্ডমালাকোথায় পেলি?’

আদ্যাশঙ্কিৎ কালী। বিশ্বজননী তিনি। বিশ্ব যখন সৃষ্টি হয় নি, তখন মানুষের মুন্ড তিনি কোথায় পেলেন?—
আসলে ব্যাপারটা হ'ল, ওগুলো তো আসলে মুন্ড নয়, এক একটা ভাব। বিশ্ব সৃষ্টির শুরুতে সৃষ্টি হয় মূল
৫০টা ভাব তরঙ্গ। প্রশান্ত বিশুদ্ধ চৈতন্যের সমুদ্রবক্ষে প্রথম দেখা দেয় তরঙ্গ। যেখানে তরঙ্গ আছে সেখানে
শব্দও আছে— যতই সূক্ষ্ম হোক না কেন, আর তাকেই বল বীজমন্ত্র। এক একটি ভাব হ'ল এক একটি
বীজমন্ত্র। একে বলা হয় মাত্কা বর্ণ। এমনি ৫০টি—যা সংস্কৃত বর্ণমালার ৫০টি বর্ণ। এই বর্ণের শব্দ
আমরা মুখ দিয়ে উচ্চারণ করি। তাই এক একটা মুখ অর্থাৎ মুখ সমন্বিত মুন্ড হোল এক একটা বর্ণ বা
ধ্বনির প্রতিক। এই ৫০টি বর্ণের মালাকে বলা হয় অক্ষমালা (সংস্কৃত বর্ণমালার আদি বর্ণ ‘অ’ এবং ‘ক্ষ’
হ'ল সর্বশেষ মাত্কা বর্ণ)। কালীর গলায় অক্ষমালা। ‘অ’ সৃষ্টি বীজমন্ত্র তাই ‘অ’-এর দ্যোতক মুন্ডটা কালী
হাতে ধরে রেখেছেন। আর ৪৯টা গলায়। এই হ'ল মুন্ডমালার ব্যঞ্জনা, আর এই হ'ল সৃষ্টিতন্ত্রের প্রতীকী
রূপ। এটা একটা দার্শনিক তত্ত্ব। কিন্তু তন্ত্রের সাধনা বিজ্ঞানে কী বলা হচ্ছে? বিশুদ্ধ চৈতন্যসন্তা— শিবের
সঙ্গে জীব ভাবের মিলন ঘটাতে হবে। আর তার জন্যে তন্ত্রে রয়েছে ঘটচক্র সাধনা, মনকে একাগ্র করে,
বিন্দুস্থ করে পরম শিবে তথা ব্রহ্মে লীন করতে হবে। এর-ই নাম ব্রহ্মসন্তাব বা ব্রহ্মসাধনা। আর তার জন্যে
জপ-ধ্যান ক্রিয়াও রয়েছে। তন্ত্রে বলা হয়েছে—

‘উত্তমো ব্রহ্ম সন্তাবো, মধ্যমা ধ্যান ধারণা।
জপস্ততি স্যাদধমা মূর্তিপূজা ধমাধমা ॥’

—অর্থাৎ সর্বোত্তম হ'ল ব্রহ্মসন্তাব বা ব্রহ্মসাধনা। ব্রহ্মসন্তাব যার দ্বারা সন্তুষ্ট হচ্ছে না সে ধ্যানধারণা
করবে। এটা হ'ল মধ্যমপথ। ধ্যান-ধারণা যে করতে পারছে না সে জপস্ততি করবে। এটা হচ্ছে অধম পথ।
আর তাও যে পারছে না তার জন্যে মূর্তিপূজা।

আর হ্যাঁ, কালীপূজা করা হয় অমাবস্যায়। সেই সঙ্গে দীপাবলী উৎসবও হয়। কার্তিকের এই অমাবস্যাকে
বছরের সবচেয়ে বেশী ঘোর অন্ধকার বলা হয়। এই অন্ধকারকে সরিয়ে আলো জ্বালাতে হবে। দীপাবলী ও
কালীপূজার ইঙ্গিত এইটাই। কেবল বাইরের অন্ধকার হটানোর কথা বলা হচ্ছে না, আমাদের মনের
অন্ধকার হঠাতে হবে, অন্তরের চিন্তাশঙ্কিৎ-র অর্থাৎ শুন্দ চৈতন্যশঙ্কির, আত্মশঙ্কির জাগরণ ঘটাতে হবে।
এটি তন্ত্র সাধনার মূলকথা।

পুনঃ শংকরনাথ রায়ের ভারতের সাধক (৩য় খন্দ) ও নানান পত্রপত্রিকা থেকে এই লেখার মশলা সংগ্রহ
করা হয়েছে। সত্যতা যাচাই করা আমার পক্ষে সন্তুষ্ট নয় আর তার চেষ্টাও করছি না, সেটি আপনাদের
ওপর ছেড়ে দিলাম।

অবসলিট

সুকান্ত দে
বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

আমার বুকের মধ্যে
একতাল জমাট ভালোবাসা
চিউমারের আকার নেয়।

যে অনুভূতি ভাব দিল
যে ভালোবাসা কবিতা দিল
যে প্রেম ছন্দ দিল
যে প্রাণ সুর দিল
তার ওপরেই আজ মানুষ
বিজ্ঞাপনের স্টাইলে
লাল কালির স্টিকার চেটাল
লেখা রাইল ‘অবসলিট’।

তাই আমি আবার জন্মাব
দূর্ঘাধনের রূপ নিয়ে
নগ্ন করে দেখাব
ধর্মপুত্রেরাও ভাই বৌ বাজি রেখে হারে।
ভালোবাসা পন্য হয়
এবং মানুষ ও।

জোর করে বন্ধ করে রাখা
পান্ধারীর চোখের কোটরের
শক্তিতে আমি বলিয়ান হব।
জীবনের অস্তিম ক্ষণেও
আমার নিষিদ্ধ উরুতে
আঘাত করাব।
ভেঙ্গে পড়ার শব্দে সে ভুলে যাবে
জীবানু তোমার ভিতরে
জীবানু তোমার ভিতরে।

আনাড়ি

জয়দীপ রায়
বর্ধমান, পশ্চিমবঙ্গ

অসন্তোষ শুন্যতার মাঝে বেধড়ক
সৃতিগুলো – সাদা মেঘে
পেঁজাঁ তুলোর মত লাগে।
একটি অঙ্গ সাপের তাড়া খেয়ে
আমি এখন এতই ক্লান্ত – যেন বিকারগ্রস্ত।

একদিন এইখানে ডেকে বলেছিলে
দেখ, কালো মেঘে পাখিরা
কেমন উড়ে যায় – আর
শিখিয়েছিলে – চুম্বনের যত কলা।

সেদিন বুর্বিনি
তুমি আমাকে পাখি নয়
মাপতে বলেছিলে আকাশের
কালো রঙের গাঢ়ত্ব।

চম্বন নয়, চেলেছিলে শরীরের যত বিষ।
তাই বুর্বি সেদিন শিহরিত হয়েছিলাম!
আজ শরীরের প্রতিটি শিরা অনুভব করে
এক তীব্র জ্বালা।

এখন মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি এক বিখ্যাত আনাড়ি।



Reflection

Nirupam Basu
South Windsor, Connecticut

*If for once you stop and dance
to the tune of light,
feel it.*

*If ever you sink yourself
in the deep thought of darkness,
imagine it
and swim only in the glory of the past.*

*If for once you sing the song
of life,
believe it.*

*If ever you enjoy the quietness
in the silence of the chord,
play it
and listen only to the music of love.*

*If for once you borrow the days
of joy,
live it.*

*If ever you hear the wailing
of eternal sorrow,
lift it
and sail only in the sea of happiness.*



সোনালি স্বপ্ন দেখি

নীতীশ মুখোপাধ্যায়
গ্ল্যাষ্টনবেরী-কানেটিকাট

তোমায় ভেবেই সকাল-সাঁবো
একটি কলি লেখা
অস্তরবির রঙরেখায় হয় যেন
তোমায়-আমায় দেখা।

তোমারই সুরে আমার শুধুই
একখানি গান গাওয়া
স্বপ্ন দেখি নীল দীঘিতে
তোমায়-আমায় নাওয়া।

স্বপ্ন ছিল বাসব ভালো
তাই আজ মনের পালে
লাগল দখিন হাওয়া।

তোমার নূপুরের ঝিনি-
শুনি ছম, ছম, ছম্ছমি,
সেই ত' পরম পাওয়া
আমার ময়ূরপঞ্জী ছোট না'য়ে
তোমার পানে ধাওয়া।

সন্ধ্যাবেলায় সাগরকুলে
তোমার পানে চাওয়া
জ্যোৎস্নারাতে সোণারতরী
যেন তোমার বাঁশি আমার বীণা
এক সুরে ছলাং ছলাং বাওয়া।

তোমার তরেই এই নদীতে ভাসা
তোমায় ভেবেই এই পাড়তে আসা
তোমার পানেই ধায় যে
মোর উত্তাল ভালবাসা।

মাঝ নদীতে হঠাত দেখি
ছুটছে তোমার প্রেমের তরী।
ভাবছি ডাক দিয়ে শুধাই,
“ওগো মাঝি, চলেছো কোন সুদূরে
কিসের তরে?”
অমনি চেউ আছড়ে পড়ে
বললো চুপে, “প্রেমিক ওরে,
চলেছে সে অচিন্পুরে”।

অবাক হয়ে আপন মনে
তাকিয়ে রইনু সুদূর পানে
ভাবতেছি তাই একলা বসে-
এ চেউ সেই গোপন বাণী
জানল কেমন করে।

ওগো আমার অচিন্পুরের মাঝি
অচেনাকে ভয় করিনে আমি-
আমি অচেনাকে জানি আপন
সেই অচেনাকে আবার চিনে
ভাসাই তরী তোমার পানে।

বন্ধু আমার প্রেমিক আমার
তোমার সুরে আমার শুধুই
এই একটিই গান গাওয়া।

তোমার মালা হতে খ'সে পড়া
শুধু একটি কুঁড়ি চাওয়া
আজও শুধুই স্বপ্ন দেখি
ঐ দূর নীল দিগন্তে
তোমায়-আমায় গাওয়া।

सफर

अनिमेष चन्द्रा

एनफील्ड, कनेक्टिकट

आँखों में फिर से ख्वाब सजाये
सीने में कुछ अरमान दबाये
आज फिर कूचे को चला,
यारो आज मैं घर को चला।

कहीं से एक ठंडी सी हवा
कुछ उदास शाम का धुआं
दिल को फिर एकबार छला,
यारो आज मैं घर को चला।

एक और बेचैनी की नींद
किसी एक शख्स की दीद
माहपारों की तलाश में चला,
यारो आज मैं घर को चला।

उनसे फिर उम्मीद-ए-वफा
फिर यह जमाना मुझसे खफा
शीशा पत्थर से टकराने चला,
यारो आज मैं घर को चला।

एक और नफरत भरी निगाह की तलाश में
चाहत से ऊब गया हूँ, राहत की तलाश में
जन्नत छोड़ दोज़ख को सीने से लगाने चला
यारो आज मैं घर को चला
यारो आज मैं घर को चला

पुकार

अनिमेष चन्द्रा

एनफील्ड, कनेक्टिकट

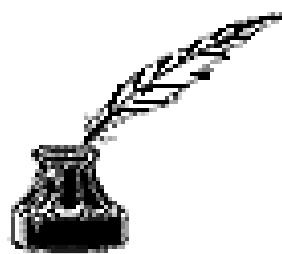
मुद्दत से एक आह दबी है दिल के किसी एक कोने में
कभी समंदर बनके आओ मेरे इस वीराने में।

खाली जामें, सूखे होंठ अबभी राहे तकते हैं
कब आओगी साकी बनके दिल के इस मयखाने में।

दरख्तों के पनाहों से शबनम के आघोष में
झाँक के देखो, ताजमहल है हर चट्टान के सीने में।

हर तरफ बिखरे पड़े हैं तेरी यादों के टुकड़े
हर एक आंसू मोती बने हैं दर्द के इस खजाने में।

कितनी शामें तनहा गुजरी, हश ना हुई "माहताब"
अबभी उनका ज़िक्र छलके तेरे हर फसाने में।



At thy Feet

Dr. Sachin Dave
Milford, New Hampshire

Fire in and fire out
Flames within & flames without
In this state how would I know
Who am I? & who are Thou?

What appears keeps on changing
My mind - the fool - keep engaging
In this way how would I grow?
From muddy water to river's flow?

Thousands of joys & millions of cries
Come to life only at a price
Afraid I am, frightened to see
Ran a long way to come to Thee!



চরৈবেতি

অনিমেষ চন্দ
এনফৌল্ড, কানেক্টিকাট

আমার
জ্বলন্ত দিন
তোমার শীতল রাত্রি
মধ্যে থাকে প্রতিক্ষার সেতু
নিচে বয় অবিরাম অনন্ত মহাকাল।
আমি তার অসংবচ্ছে মিলিয়ে তাল,
আমৃত্যু চলার অভ্যাস হেতু
একাকী নিরব যাত্রী
মেটাতে খণ
তোমার।

ওহে রবীন্দ্রনাথ তুমি সাহিত্য করেছ কিন্তু মার্কেটিং শেখনি

নিত্য চক্রবর্তী
ফার্মিংটন ,কলেজিয়াল

ফুটফুটে আড়াই বছরের ছেলে অতনু। মা, শেফালিকা ওরফে শেফু ৩০ থেকে ৩৫ এর মধ্যে বয়স। কলকাতার এক বিখ্যাত দৈনিক এর মার্কেটিং বিভাগের সর্বময় কর্তৃ। সর্বদাই ব্যস্ত, ইদানিং আরো বেশি ব্যস্ত। এই মাসের তৃতীয় সপ্তাহের রবিবারে ওদের পত্রিকায় এক দারুন ব্যাপার করা হচ্ছে। ওদের টার্গেট ওই দিন ২০ থেকে ২৫ লাখ অতিরিক্ত কপি সেল করা; ওই এক দিনে পত্রিকার ২৫ কোটি টাকা লাভ করার। প্রায়ই মিটিং হচ্ছে অনেক উঁচু লেভেল এ। পত্রিকার বড় বড় মাথা এবং বিভিন্ন কোম্পানির বড় বড় মাথাদের সঙ্গে। ওই দিনের স্পেসিআল বিজ্ঞাপনের দশ গুণ বেশি দাম নিয়ে। এই ব্যাপারে আকর্ষণ হলো ঐদিন বারো জন বিখ্যাত লেখকের লেখা ছাপা হবে একই বিষয়ের ওপর। সেটা হলো রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য এবং বর্তমান সমাজ।

ছেলে অতনু, তিনি মাস বয়স থেকেই তার দিদিমা মানে শেফুর মা নমিতা দেবির কাছেই সারাদিন থাকে। শুধু রাত্রে বাড়ি ফিরে শেফু ও তার স্বামী, যে কিনা একই রকম ব্যস্ত, পাশের ফ্লাট থেকে ছেলে কে নিয়ে নিজের ফ্লাট এ আসে। আর এই কারণেই বাবার অবসরের পর বাবা মা কে এই প্রায় বিলাস বহুল ফ্লাট টা কেনার জন্য জোরা জোরী করেছিল। ওদের রোজ কার নিয়ম টা হল এই - সকল আট টার মধ্যে ছেলেকে নমিতা দেবির কাছে নামিয়ে দুজনে কাজে চলে যায়। আবার রাত নটার সময় ফিরে ছেলে নিয়ে নিজের ফ্লাট এ যায়। এই রকমই চলে বলতে গেলে সপ্তাহের সাত টা দিনই। কচ্ছিত কখনো রবিবার টা ফাঁকা পাওয়া গেলে আলাদা কথা।

অতনু দিদিমার কাছে থেকে খুবই খুশি। দিদিমা অবসর প্রাপ্ত স্কুল টিচার। স্কুলে বাংলা পড়াতেন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল শরৎচন্দ্র তাঁর রক্তে। অতনুর যত খেলা, গল্ল, ছড়া শেখা সবই দিদিমার কাছে। রাজারহাটে ১২ তলার ওপরে ওদের ফ্লাট। পিছনের বালকোনি তে দাঢ়ালে অনেক দূর পর্যন্ত ফাঁকা মাঠ দেখা যায়। দেখা যায় দুরের গাছপালা আর আকাশটার মাটিতে মিশে যাওয়া। দিদিমা শেখায় 'জল পরে পাতা নড়ে'। প্রজাপতি কেমন করে রঙিন পাখা পেল। বর্ষার বৃষ্টি কেমন করে গরম বাতাসকে ঠাণ্ডা করে দেয়। বৃষ্টি ভেজা আকাশে এবং ঘাসে সূর্য কেমন করে রামধনুর রং লাগায়। সব সব শেখে অতনু। বর্ষার মেঘ, ঝড় ও বৃষ্টি কেমন করে মাঠ পেরিয়ে ওদের বাড়ির দিকে ছুটে আসে সেটা ও অতনু চোখ বড় বড় করে দেখে। যখন বৃষ্টি ধেয়ে আসে ঝড়ের সঙ্গে ওদের বাড়ির দিকে অতনু তখন আদো আদো ভাষায় বলে 'বিতি বিতি' আর ছুটে চলে যায় বালকনী তে বা জানালার ধারো সারা গায়ে বৃষ্টি মাখে। আনন্দে মাতে। দিদিমাকে টেনে নিয়ে বৃষ্টিতে ভেজায়। এই রকম করতে করতে অতনু আড়াই বছরে পৌঁছে যায়।

ছেলের আড়াই বছর হতেই শেফু তাকে, অনেক আগে থেকেই নাম লিখিয়ে রাখা সব থেকে বিখ্যাত অভিজাত স্কুলে ভর্তি করে দেয়। আর সকলের মতই ওদের ধারণা এই বয়স থেকেই ইংরাজি এবং ডিসিপ্লিন না শিখলে মার্কেটের ডিম্যান্ড অনুযাই ছেলে তৈরী হবেনা।

অতনু স্কুলে যাওয়া শুরু করার পর থেকে সারাটা দিন দিদিমার খুব ফাঁকা লাগে। অপেক্ষা করে থাকেন কখন ঘাড়িতে তিনটে বাজবো। মা বাবা, সকালে বেরোনোর সময় অতনু কে স্কুলে নামিয়ে দিয়ে যায়। তিনটের সময় শেফু ওর ড্রাইভের কে পাঠিয়ে দেয় মার কাছে। মা সে গাড়ি করে অতনুর স্কুলে যান তাকে নিয়ে আসতে।

সেদিন দুপুর ১২ টা ১ টা নাগাত জোর বৃষ্টি নেমেছিল। কালো মেঘ করো। ঝম ঝম করে বৃষ্টি। নাতি স্কুলে যাওয়ার পর এই প্রথম বৃষ্টি। দিদিমা একাই দেখলেন এবং ভিজলেন বৃষ্টিতে। বৃষ্টি থামল তিনটের একটু পরে। শেফুর ড্রাইভার একটু দেরী করেই এলো। অতনুর স্কুলে পৌঁছতে পৌঁছতে নমিতা দেবির সাড়ে তিনটে বেজে গেল। স্কুলের দারওয়ান বলল অতানুকে শান্তি দেওয়া হয়েছে। ও পাঁচটাৰ আগে ছাড়া পাবেনা। দিদিমা সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে ওয়েটিং রুমে বসে রইলেন। পাঁচটা পনের নাগাদ অতনু কাঁদতে কাঁদতে এসে দিদিমার কোলে উঠে পড়ল। দিদিমার কোলে মুখ গুঁজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে বলল “আমিতো কোনো দুষ্টুমি করিনি। শুধু জানলা র কাছে দাঁড়িয়ে ‘বিতি’ দেখছিলাম। আমাকে চিফিন খেতে দেয়নি। খেলতে দেয়নি। শুধু একটা ঘরে একলা বন্ধ করে রেখেছিল”। পুরো ঘটনাটা নমিতা দেবির কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তিনি প্রচন্ড দুঃখে কেঁদে ফেললেন। নাতিকে কোলে নিয়ে প্রিজিপাল এর ঘরে গেলেন। প্রিজিপাল বললেন অতনু ডিসিপ্লিন ভঙ্গ করেছে। ক্লাসের সবাই যখন বসে আঁকছিল তখন অতনু হঠাত ‘বিতি বিতি’ বলে নয়েস করতে করতে জানলার কাছে চলে যায় এবং সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখতে থাকে। তাই ক্লাস টিচার ওকে শান্তি দিয়েছেন। আপনি চাইলে ক্লাস টিচার এর বিরুদ্ধে কমপ্লেন করতে পারেন আগামীকাল। নমিতা দেবি প্রিজিপাল এর ঘরে কিছুক্ষণ স্তৰ্ণিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর নাতিকে বুকে করে বাড়ি ফিরলেন। অতনুকে অনেক রকম করে ভোলানোর চেষ্টা করলেন। পারলেন না। কিছু খাওয়ানোর চেষ্টা করলেন। তাও পারলেন না। অনেকশণ ধরে কেঁদে কেঁদে অতনু দিদিমার কোলে ঘুমিয়ে পরলো।

রাত ৯ টার পরে শেফু ছেলে কে নিতে এলো। সব কথা শুনলো। কোনো মন্তব্য করলনা। নমিতা দেবি যখন ক্লাস টিচার এর বিরুদ্ধে কমপ্লেন করতে বললেন তখন শেফু মায়ের ওপর ঝাঁঝিয়ে উঠলো। তোমার জন্যই ও ঠিক মত ডিসিপ্লিন শেখেনি। সারাক্ষণ রবীন্দ্রনাথের পানপানানি করে যাচ্ছ ওর কানের কাছে। ক্লাস টিচার প্রিজিপালের আঘাত সেটা জানো? আর ওই স্কুলের প্রিজিপাল ও অনুকূল মন্ত্রীর ছেলে। আমি কমপ্লেন করলে ওরা অতনুকেই স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেবে। ওই স্কুল থেকে পাস করে না বেরোতে পারলে অতনুর ভবিষ্যত অন্ধকার। বর্তমান বাজারে ওর কোনো ভ্যালু থাকবেনা।

নমিতা দেবি অনেক কষ্টে রাগ, দুঃখ ও কান্না চাপলেন। মেয়েকে বললেন, অনেক কেঁদে কেঁদে অতনু

সবে ঘুমিয়েছে। আজ রাত টা ও এখানেই থাক তুই বাড়ি যা।
 পরের দিন সকালে সাড়ে সাতটার সময় মিটিং। পত্রিকার সব বড় বড় মাথাদের সঙ্গে। আগামী রবিবারের
 ব্যাপারটা ফাইনাল করার জন্য। মিটিং শেষে শেফুর সই হলে ডকুমেন্ট চলে যাবে সি ইও র ঘরে। শেষ
 বারের মতো পুরোটা পড়ে নিয়ে সই করার আগে শেফুর মনে পড়ল ছেলের কান্না ভেজা ঘুমন্ত মুখ।
 মায়ের রাগ, দুঃখ, হতাশা ভরা চেহারাটাও মনে পরলো। মনে পড়ল ক্ষুলে ও নিজে বরাবর বাংলা এবং
 ইংরাজি সাহিত্যে হায়েস্ট নাস্বার পেয়েছে। চোখ টা একটু ঝাপসা হয়ে এলো। চারদিক দেখে নিয়ে অতি
 সর্বপূর্ণে ঢোক গিলে নিল। ওর সই করা কাগজটা সি ই ও র ঘরে চলে গেল।



দূর্গাপূজার সাতকাহন

পার্থস্বারথী রায়
 বধর্মান, পশ্চিমবঙ্গ

উৎসবের এই আনন্দে মন, আটখানা হয় আহ্লাদি
 মনে হয় কচিকাঁচাদের সাথে, আমরাও এতে পাল্লা দি।

মা আসছেন বাজা তোরা, কাঁসর, ঘন্টা, ঢাক আর ঢোল
 পুজোর কদিন সুখেই কাটুক, করিস না কোনো গভগোল।

ধূপ, ধূনো আর ফুলগঙ্গে লোকভর্তি যানবাহন
 শিউলি গাছের মন্দু দোলা, শোনায় মায়ের সাতকাহন।

ষষ্ঠীতে থাকে বোধন শুধু, বাকি তখনো চারটে দিন
 পাঁচদিনের এই পুজোর রেশে, নাচে যে মন তা ধিন ধিন।

সপ্তমীতে নতুন পোষাক, গ্যামার ছড়ায় নবীন মন
 আরতি শেষে প্রতিমা দেখার, সে এক বিপুল আয়োজন।

অষ্টমীটা কাটে খালি, নিয়ে পুজোর সন্ধিক্ষণ
 লুচি মিষ্টির গন্ধে ভরা, বাঙালীর এই দয়াল মন।

নবমীর ওই সুপ্রভাতে উদাস করে দখিন হাওয়া
 থাকবে সবাই দুধে-ভাতে তবেই হবে যে আসল পাওয়া।

দশমীর ওই বিদায় ক্ষণে নীলকণ্ঠ ওড়ে যে কার
 রূপে গঙ্গে পদ্মে পুশ্পে, এসো মা তুমি বারংবার।



The Green Way to Go!!!

Arpita Bhattacharya
Enfield, Connecticut

The city was a distant smudge of light against a dark landscape. Here, away from it all, crickets sang and the breeze rustled the tall grass. Well, they would have, ordinarily, but it was raining. The crickets were silent and the grass too heavy with water to make a sound. Thomas waited patiently in his old truck with one knee propped against the steering wheel and his small yellow dog curled on the seat beside him. The highway stretched out to his right, to the city in one direction, and into the nothingness of the country in the other. To his left was the edge of a dense forest where poplars and a few scrubby pines competed for sunlight.

The dog sat up suddenly, a whine somewhere deep in his throat. Something moved in the corner of Thomas' eye. Someone stood at the edge of the woods, leaning against a tree. Thomas peered through the blur, the rain had created on the truck's window. A figure stepped out of the woods, moving hurriedly towards Thomas' truck.

The beaming emergency light, the smell of wet ground, the smell of the wood in his truck that he sprawled some time back from the forest, the sound of the breeze coming through the small opening of the window was the only sound present on the deserted highway. A small figure running towards his truck in this no-man's-land!!- A chill of cold shiver went down Thomas' spine. He was tough enough to handle such situation – his house used to be by the side of a cemetery – but still the darkness, the damp weather, the rattling of water, the much dimmed low beam of his emergency light and an uneasy feeling made his heart sink. In the flick of a second he thought of all the feasible means to save himself from a robbery. While different thoughts swept through his mind altogether he heard a tap on his truck door. He wiped the moisture on the window and looked down to find a drenched figure of a small stature standing out there. The hard downpour was making his face barely visible and the only noticeable thing was his glowing bracelet. He being reluctant to open the window to any stranger ignored the first tap. Soon, came the second knock and this time with an enhanced urge. He tried switching his cell phone on but in vain.

"So, 911 is out of scope" he thought. He took the empty starbucks cappuccino glass bottle in his hand and pulled down the window.

"I need a lift. I need a shelter. Please help me" – came a feeble voice.

In a fully drenched jacket – he could still recognize the aeropostle emblem on it - standing down was a boy of 16/17.

"Please help me sir – I am not a thief – please help -this is my id"- and he handed over his teenage learner's permit to Thomas. A glance at the permit Thomas asked "What are you doing here in this yucky night?"

"Please let me in and I will tell you all".

Something in Thomas's mind was inclined to let him in, may be it was the innocence and purity in the boy's eyes, and in few minutes the boy jumped into the navigator seat.

Thomas moved Max from the navigator seat; Max started sniffing the boy and then crawled back to Thomas's lap.

"So why are you standing here in the mid of the highway".

"I came here geocaching alone and my car was on the shoulder – I was lost in the forest and when I came back, my car was towed and I was left alone in this deserted highway".

Geocaching – Thomas had heard this word from his friends – an interesting game it seemed - but had never got interest in it.

"You only have a learner's permit and you are driving alone and doing geocaching in this deserted highway?"

"I stay nearby just on the other side and thought will be done before its dark but the rain spoiled everything" said the kid.

Thomas didn't know whether to believe him but had no other go. The kid was already in and shivering. Thomas felt a little pity on him and handed him a cappuccino from the back of his seat and it was gone in a gulp. A little relaxed the kid asked "Why are you here? Very few people go by this highway that too at this time of the night".

Thomas ignored the question and asked "I still didn't understand why are you Geocaching in this weather and in such a forest. You kids are weird. Why can't you go and play some Soccer or other game stuff?"

"I used to play soccer Sir. I was the goalie"; a faint smile appeared at the corner of his lips.
"Thanks Sir for allowing me in but you didn't tell why you are stuck here. Sir, don't worry I won't rob you. I have nothing to rob" truth splashed in his eyes.

"I have a soccer match in the forest"– said Thomas in a sarcastic way and laughed at his own joke alone. Max was moving bit uneasy all through the while so allowing him to curl down near his feet Thomas said "I was sprawling the nearby forest to make space for the beltline highway and my truck broke down. I have called road assistance but my phone drained out so lost contact with them and have to stay here till weather is little better".

"So YOU are taking our space – our space to play, our space to geocache. Don't you think you are taking away lives?" came a sudden blast from the kid and this time with a look so strict that it was tough for Thomas to ignore.

Before Thomas could answer "You are cutting down forests for a multi- billion dollar highway but have you ever thought a tree cost a life – its not the life of the tree but a real

life that you are slashing down with a stuck of your axe – its not only the green color you are diminishing, it's nature that you are against – the nature that has given birth to you – the nature without which you are nothing – the nature that gives you peace of mind – the nature that gives you essence of life. You are a murderer – don't you feel so?"

Such an allegation Thomas could never think of in his whole life and he shouted "Get down. How dare you say that to me!"

"Sir, you are not murdering somebody with your own hand but don't you think killing a life indirectly is just being a part of the gameplan. You are killing lives. I will go, but, sir, there would be so many lives that you have already killed. Why don't you stop being a part of this big plan? And live and let live. Give it a thought" - the kid said in a calm but stern voice.

"How dare you say that? You think I am killing people" – Thomas shouted and hit the boy.

The boy hold Thomas's hand but the door slammed open with the gush of breeze and the boy fell down the truck without giving Thomas a chance to say a word and the only thing that remained was the weird darkness, the announcement of the hard downpour and a blood stain on Thomas's palm. And through nowhere in this stealthy silence there was an innocent voice proclaiming hard in his ears "Thomas, You are a murderer – don't you feel so?"

"I am not a murderer please stop...please come back. Can you hear me?"

"Come back...can you hear me" he opened his eyes to find his wife pulled over him.

"He is alive"-the doctor said-"just need some rest".

"Ohh Jesus, you are fine!! You don't have to work on this Birmingham highway project – it will take away your life. How afraid I was you know - you were unconscious for so long. Thank god! you are fine now." She prayed to God.

"By the way dear who is Mark? You were talking about saving him throughout the night"



In the doctor's cabinet lied a 1 month old-magazine with a cover page article "Alabama, Birmingham: Go Green Rebels - Youth died to protest deforestation on urban areas for Northern Beltline highway construction" and in many names one was Mark (age - 16; hobby- geocaching, Soccer : Position - Goalie ; University - Birmingham University ; Identification- learner's permit and a glowing bracelet in right hand)!!!

Travelling in the Wild

Anirban Ghosh

University Of Bridgeport, Connecticut

Travelling through the adventurous forests of India is somewhat a different experience altogether. It's a way to leap out from the tiresome hustle and bustle of the country life. Gorumara in North Bengal offers thrills and spills of a vacation that promises an encounter with the beautiful wild. Gurgling streams, evergreen trees, deer, elephants, rhinos keep you on the edge. "Stop stop!!... is that the call of a peacock?" here we can find the rich amalgamation of the refreshing flora and the fauna.

As we touched Sevoke road, the dense forests of the Dooars welcomed us with their wild and infinite beauty. It was a 75 kms drive from New Jalpaiguri station. The asphalt road wound its way into acres of lush green tea plantation.

It's a great experience exploring the Dooars. To the north of West Bengal, stands the East Himalayas as a natural backdrop. A vast texture of dense forests teeming with wildlife, unending tea gardens, babbling rivers, interspersed with sleepy or busy settlements, constitute a fascinating tourist destination. Growing up in nearby Kolkata, the lush green flood plains of Dooars, at 1,425m, was always a favourite getaway. Beautiful in any season, this picture-postcard destination is spectacular particularly just after the rains, especially for the romantically inclined.

The smell of the wet earth on the lush green hillsides, the sound and sight of rain as it falls now in a drizzle, then in a fierce downpour, and the little rivulets of water that spring up all around, as if by magic, you have not seen the real beauty of Dooars at all, if you have not been here in the rains.

Those who love nature and a brush with adventure, the Gorumara forest is one of the best destinations. The 80kms area of the park starts from the banks of the Jaldhaka river bordering the Bhutan hills and spreading across the Lataguri forest range. In 1949 this forest was declared a wild life sanctuary and in 1992 it was given the status of a National Park.

As we drove along National Highway 31A, we halted for a while to soak in the beauty of the tea gardens that stretched before us. It was sheer verdant bliss. We took in lung full of fresh air. The women were busy plucking tea leaves and humming. This reminds us of William Wordsworth's famous lines in "**Solitary Reaper**"

"Yon solitary Highland Lass!
Reaping and singing by herself;
Stop here, or gently pass!
Alone she cuts and binds the grain,
And sings a melancholy strain;"

A few yards away, the symphony of the crickets sounded inviting and it was also a reminder that we were in Nature's own land.

We took a right turn from the Chalsa crossing towards the Gorumara beat. The Murti flows between Gorumara and south Dhupjhora forming an idyllic locale and a perfect backdrop for a stay in wild. We stayed here.

After spending the night amongst the soothing touch of nature we were ready for our trip to Gorumara the next day. We were stunned by the sudden sight of a deer crossing the forest path and disappearing into the forest. A few yards away we were accosted by a gorgeous peacock. There was watch tower, Jatraprasad close to the river Murti, offering a spectacular view of the area and also the rare sight of animals coming to the bank for their salt lick and to drink water.

We kept watching and early in the morning we were thrilled to spot bisons, deers, wild hogs and rhinos near the bank. If you are lucky enough then you can see leopards chasing a lone deer, separated from its herd. From the Jatraprasad watch tower one can go for another trip to the Elephant camp.

It's a picturesque journey into the deep keeping the babbling Murti on the right. One can also catch hold of a playful rhino on the river bed. There is another watch tower near the camp. Those who will to experience the savage beauty of the woods can opt for a tree house halt next to the camp.

So I would like to invite everyone to slip into their boots to get into some real adventure.



Cycling

Soumya Deb Sikder (8 Years)
Danbury, Connecticut

I was holding a Wii remote and I was swinging my arm. "I did it!" I said. I scored a point. I was playing tennis on Wii sports.

'Soumya!' I heard my dad calling me from the garage. I said 'wait! I'm coming'. I turned off my Wii game. I ran outside and I saw my dad holding my bike. My dad said 'let's go to the park. I thought I'm going to have fun at the park. We closed the garage and I got on the bike and the training wheels. I wore my helmet. I got on the bike and the training wheels were gone. I was so scared that I was going to fall and get hurt. My dad said, 'don't worry I'm going to hold you'. I felt better and I was not scared anymore. I started to pedal the bike. The wheels started rolling and I held the handle bars very tight. The bike started going sideways. I yelled but Dad held me tight.

I went to the park and we played outside. I liked it out there. I went on the swing. I slid. On my way back home I told my dad it was fun. After practicing for a few days, I learnt to ride the bike without the training wheels.

How to plan a vacation to Yellowstone National Park

Sohan Choudhury (11 Years)
Fairfield, Connecticut

Looking for a vacation that not only the kids but you also can enjoy? Something relaxing and amazing, all at once? A vacation that will create wonderful memories? "Yellowstone National park" is the vacation for you. You have heard of Niagara Falls, the breathtaking Grand Canyon, the amazing mountains of Nepal, the wildlife in Maine, and the must see geysers of Iceland. But who has so much time and money in this economy for so many vacations? Sometimes don't you wish that all of these places would be all in the same place! Wish granted! Say hello to Yellowstone National Park [YNP].

So now that you've decided where to go, it's time for the hardest part of taking a vacation; the planning. First things first, entering the park. YNP has five different entrances. If you will be flying in, I would recommend landing in at the Jackson Hole Airport. This diminutive airport is the closest airport to the park at roughly 55 miles south to the south entrance. Then, depending on the amount of time you have, you might chose to stay at a hotel somewhere near the airport for a day to enjoy mountain biking or hiking up the gorgeous mountains of Teton National Park which is about a mile west of the airport. And when you're ready to leave, there are multiple car rentals just outside of the side entrance to the airport where you can rent a car [I recommend a 4X4-some roads are plain gravel while others are on the edges of cliffs] and start driving into Yellowstone. On the other hand, if you don't want to fly or there isn't any flight from your nearest airport, you might want to rent or buy a trailer and just drive into the park. [If you do this I would recommend bringing a normal car too because it is hard to park these vehicles and some roads don't permit them]

TIP: do not drive into Yellowstone National Park during the night; roads look simple but are very dangerous and hard to get through. Wildlife is common and the speed limit is at 45mph at the park, 15-25 when stated.

Now that you're in the park it's time to decide where to stay. If you are using the airport entrance, the most reasonable place to stay would be Grant Village, the closest place to stay near south entrance. This village is about 25 miles from the entrance of the park and is also very convenient because it consist of many things such as restaurants, lodging, campgrounds, a visitor center, and many fun programs and activities for everyone in the family. I would recommend staying there for two days and leaving at around three o'clock on the second. If you do stay there for that amount of time, here is how you should plan your trip.

Day 1: Yellowstone is not only famous for its breath-taking geysers, but also for its amazing wildlife. The best time to see wildlife is in the morning and late evening. So, leave from

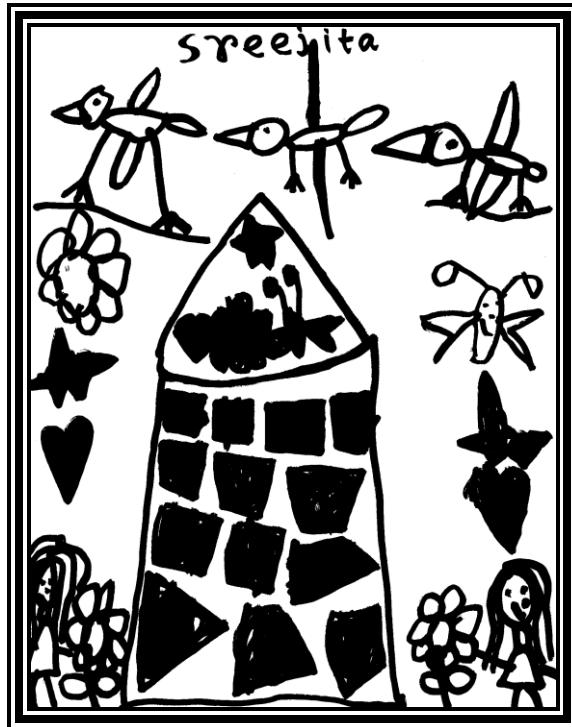
Grant village at around five o'clock in the morning and drive to west thumb which is 2 miles north. There, you can see many effervescent elk and moose wandering around and enjoy the glorious hot springs from the boardwalks. After spending about an hour at west thumb, a good idea would be to head to the Old Faithfull Geyser. This is the main attraction at Yellowstone and a must-see. If you are going there, you should have breakfast at the Old Faithfull lodge while enjoying the great view. After that, I would recommend walking along the five mile labyrinth-like boardwalk that will show you a number of fantastic geysers and hot springs. Once you have seen all that, you should buy a cold lunch that is in a use-and-throw container because there won't be any more restaurants coming your way. After that, drive along to the Upper Geyser Basin [signs will direct you] and you might choose to stop at Biscuit Basin, Black Sand Basin [the name comes from the igneous, or cooled lava crushed to bits that you will find there], The Midway Geyser Basin, The Fountain Paint Pot [some interesting boiling mud], and The Lower Geyser Basin. By the time you see all that, it will be just past noon and you will be starving if you took all the boardwalks and hiked a little. So, you might choose to have lunch at one of the many picnic tables near the Firehole River, a perfect spot for bird watching. Then, since you have the whole evening left, a good idea would be to head over to Madison where there are huge glaciated mountains and volcanoes where you can hike, bike, or just enjoy the view. Then, it would be about three o'clock so it would be a good time to start going back. While you're coming back, keep in mind that wildlife becomes common around five through eight pm near the geysers. On that note, don't forget to take the Firehole Canyon drive which is a great place to see wildlife and hot springs. And by the time you come back after stopping many times to see the unbelievable wildlife, it will be about eight o'clock. At Grant Village, there are many hiking spots that are exercising, unforgettably rewarding, and just a great pastime. You might want to go to a half-hour one so everyone will enjoy it. By the time you're done with that you will be hungry again and a good place to go and eat would be the lake house restaurant at Grant Village, giving a great view of Yellowstone Lake. Also, you would be capable of seeing a great sunset while eating at around nine o'clock for ten to twenty minutes. After all of that, it would be almost ten o'clock and time to head back to your tent, trailer, or lodge.

Day 2: The next day, again set out early in the morning at around six o'clock to get the best of wildlife. If you were lucky the previous day and saw the animals at West Thumb, this time you might want to go to the Shore of Yellowstone Lake, just five miles away to enjoy the fantastic sunrise at around five-thirty to six in the morning. After that you might decide to drive another mile or so into moose territory and along the way see the remains of the great Yellowstone Forest Fire of 1988. After you see that and all the roaming moose, it would be around seven o'clock, and you might decide to take an early breakfast at the Grant Village Restaurant which opens from seven to ten. After that, you should go to Fishing Bridge and see wildlife on the way, and then stop at the visitor center and ask about hiking, biking, fishing, canoeing, horse riding, and many more activities to do. Once you're done with as many as you care to do, drive down to Lake Village and have lunch there. After that, head up to Canyon Village. On the way be sure to stop at Mud Volcano, Sulphur Caldron [the biggest volcano at Yellowstone], hiking spots near the Yellowstone River, and artist point. By the time you get there, it will be nighttime and I recommend that you stay there for that day and leave the next day in the evening. After you reach the hotel, freshen

up and then go to the Canyon Village restaurant for dinner. After all of that, it would be time again to end the day.

Day 3: Today you should spend your whole day enjoying wildlife, the upper and lower falls, and the Grand Canyon of Yellowstone. Set out early in the morning at around five o'clock and drive to Mount Washburn. Then, park your car and set out hiking along Mt. Washburn. After about a mile of large hills and steep cliffs, you will be awed by what you see, a beautiful glaciated mountain, icicles hanging like crystals, shining in the rising sun, but not just that, hundreds of wild animals before your eyes; Buffaloes in herds racing to a sapphire stream of sparkling jewels, mountain lions and bighorn sheep roaming the mountains and dueling for territory. And, if you have binoculars you can even see jet black or snowy white wolf! But look closer; many people come to Yellowstone for, bears! If you're lucky you might even see some cubs or even a few grizzlies's fishing for salmon. After you have enjoyed these breathtaking views, a good idea would be to go up to Roosevelt lodge where there is a great restaurant and service area dedicated to Theodore Roosevelt who established YNP and had been at the restaurant himself. A good idea would be to have breakfast there and then set out again.

On our vacation, we stayed for four days, and you can too, but on our last day we really just roamed around more than actually getting somewhere for the most out of that day. So, talking from experience, I would just stay for three days. But if you think you might not be able to fit all of these in three days, you might want to stay for as long as you desire or think is right. If you do happen to go to Yellowstone, I hope you have a great time their like I did. Maybe even better!



Sreejita Patra (5 Years)
Fairfield, Connecticut

Christmas

Upasana Chowdhury (9 Years)
Dumont, New Jersey

Christmas is a holiday when I celebrate our happiness. I love Christmas.

Christmas is my favorite holiday because, I can decorate our house and open our presents. I also go outside and build a snowman, and play snowball fights. When I come back from the fluffy and cold snow, I drink hot coco. I feel like I am on a soft marshmallow and sleeping on it. I think that is fun. When Christmas day comes I go straight to open my presents under my color changing Christmas tree. It feels good on that day because it is such a happy day. Before Christmas I get ready to celebrate the occasion. My mom makes pie for all of us, I make cookies and it taste really good. You should try it. I wonder what you are going to do on Christmas.

The color of Christmas holiday is red and green. I see Santa Clause sits on red and green fluffy chair in the Mall. Early in the morning around 7:45, I dance with my family. Also I sing Christmas songs with my friends and family. I guess there are so many things to do on Christmas. Sometimes I go to the special Christmas show like Wintuk.

I hope you have a wonderful Christmas!



Best Wishes

from

RAJENDRA

R.

AGRAWAL

Inspired by the letter "R" in the Roman alphabet and "Ra" from the Devanagari script, the new Rupee symbol joined the elite club of the U.S. dollar, the European euro, the British pound sterling and the Japanese yen. The symbol has been designed by, an IIT Mumbai post-graduate, D. Udaya Kumar.

A Special Trip

Rishika Maitra (10 Years)
Middletown, Connecticut

On Sunday, October 10th, 2010, I was having a sleepover with my friends, who were sisters. Just after we had eaten our breakfast, a phone call came from their parents. They were inviting us to go biking with them in Kent, CT! We all got dressed quickly and got ready to go, with our bikes in the car.

When my friends' parents reached, we left almost immediately. I went in the car with my friends and their parents, while my mom, dad and sister went in our car. On the long journey I played Scrabble with my friend while her younger sister read books. We finished just in time, because we were there. Then I realized why **Kent** is famous for its fall colors. The trees were full of red, orange, yellow and even some browns and greens. The leaves seemed like a rainbow of nature. The air was chilly with a nice fall breeze. Before we started biking we ate some crispy apples so we wouldn't get hungry.

My mom rented a bike with a carrier attached to the back for my sister to sit in. Later, my sister even took a nap in there. My friend's mom rented a bicycle for two so that she could ride with my friend's little sister in the back. After that, we rode to the trail. We biked past the beautiful Housatonic River, by Kent School, over dirt paths, and we even passed a Native American Reservation. We passed by tiny waterfalls and we stopped once at a clearing by the river to take pictures. We biked until we were so close to New York, we could have walked there. But instead, at the intersection we turned left onto Bulls Bridge, a covered bridge under which George Washington himself crossed during the Revolutionary War. It was so nice that we decided to have our picnic lunch there, so we set it out on a nearby rock and ate sandwiches and fruits. When we finished, we went to see the waterfall there. Tons of water gushed out of a dam, causing lots of surf to form. It was absolutely amazing. We made our way down the rocks carefully until we could almost touch the water. Afterwards we turned back and went the way we came. It was ten miles round trip. The trail was known for its flatness, so it was very easy to bike on.

When we got back it was almost dark. We all got ice cream at a store and got into the car. However, we were not going home just yet. We stopped at Kent Falls, a large park and a beautiful waterfall. When we were climbing up the rocks, my feet slipped and my left foot became soaked through. I took off that sneaker and sock and walked half bare foot until I got home.

During the ninety minute drive, my friends and I read until it was too dark to make out the words. Then we watched the scenery till we arrived at my house at about seven at night. We said goodbye and they left. That day was one to remember. I had so much fun; I didn't even feel tired after so much biking.

Fall is one of my favorite seasons because of the nice colorful weather and the festive season of Durga Puja and Kali Puja.

The Legend of the Greatest God

Sayan Basu (13 Years)
South Windsor, Connecticut

One bright evening, the sun was shining brightly. The birds were chirping and the air had a gentle breeze. All the gods huddled around the crib. They were now looking at the baby who had the decision of Olympus at his hands. This baby's name was Dan.

The oracle had told of a baby who had the fate of Olympus. This baby of Hades had the choice of bringing Olympus to peace, or tearing it down to the ground with all the gods dead and the world ending. All the gods were there, giving the baby their blessings. Hermes, messenger of the gods, had given him the ability to fly as high as he wants. Ares, the god of war, had given him brutal strength. Athena, goddess of wisdom, gave him the knowledge only the wisest people had ever known. Apollo, god of the sun, gave this child the ability to use some of the sun's power. Artemis, goddess of the hunt, gave the child the skills of the best archer. Dionysus, god of wine, gave the boy the power of spinning wine vines and controlling them at will. Demeter, goddess of the harvest, gave the child the ability of when he was hungry, whatever he thought of as an agriculture food would come to him and heal him. Poseidon, god of the sea, gave him the power of controlling water. Zeus, god of the sky and king of gods, gave him the power to wield lightning. And his own father, Hades god of the underworld gave him the power of raising the dead.

As the gods were in celebration, down in the depths of Tartarus, "We must gate that child" - said a mysterious voice. "We will, Sir and the gate is unguarded! Lets escape!" replied someone. All the titans escaped and havoc had begun. This is the beginning of the tale of the great god Dan, and it all starts now.

Slash! Cling! The swords went in fury. Dan, now 12 had been practicing to fight with Chiron.

"Can we take a break now? Hph, hph. I am tired." said Dan.

"No we can't, you know the titans have been released and are targeting you. And what's worse is that we don't know your power." replied Chiron.

"Fine, let's get a little rough. Lets battle in a real battle!" said Dan.

"Okay, let's start!" said Chiron.

Clash! Cling! Whoosh! Whoosh! The swords clang and arrows went. Then, all of a sudden, BOOM! There was a great big crater in the middle of nowhere! It was the titan Prometheus!

"Dan, get back!" Chiron pushed Dan into the crater. The two had clashed and Chiron got swatted out of battle. From this, rage built in Dan. All of a sudden, power started surging in him. He got up and shot an energy ball at Prometheus.

"Aw! So it was you? Well, this was easier than I thought!" Prometheus said.

Then he went to pick Dan up when he made an invisible force field. Then he pushed it with a wave of his hand at the titan pushing him back. Then Dan forced his hands at the titan and lifted his hands up. The titan rose up into the air with no control of himself! Then Dan flicked his hands down dropping the titan killing him and sending him to Tartarus. All of a sudden he collapsed. He used the power, Demeter had given him and ate the food. He felt much better. He rushed to Chiron and helped him up. "It's all up to you now." Cough, Cough. "Your powers are clear, you are psychic! Use these powers and destroy the titans for good." Chiron then fell dead on the floor.

"Uncle Zeus! Uncle Zeus!" cried Dan. "Look what..."

"I know what has happened. It is time for you to take action." said Zeus, "you must go to Mount Titaness. There you will find Kronos. You must defeat him for good. Your powers are going to kill him."

"That's dangerous, but I will do it!" replied Dan firmly.

"But be careful, Kronos is going to twist your mind along the way and make you destroy Olympus instead." said Zeus, " and Hades wants to talk to you before you leave."

"Father, you wanted to talk to me?" asked Dan.

"Yes son. I want to tell you how proud I am of you. I know you won't fail." said Hades.

"Thank you dad!" replied Dan.

"Now I want to give you a gift. Here, this is the helm of darkness, it will let you mix in with shadows and control that person."

"Thanks dad! This is so cool!" replied Dan.

"And I give you this sword. It is called Drazer. It is made of celestial bronze and steel. It is the ultimate weapon against Kronos. And I give you the Aegis shield which will help you." said Hades.

"Thank you, dad!"

"Now go get them and be careful. Your mother would have been so proud, but Prometheus..."

"Don't worry dad, I will have revenge!" said Dan.

Dan made a long journey to Mount Titanes and first thing he saw was trolls. Then with the intelligence from Athena, he made a plan to get passed them. He used the vines and trapped the trolls. Then he used the strength from Ares and with his sword, he struck them so hard they fell dead in a second. Then he used his flying powers and flew over the big trolls. Next came 2 automatons (steel men). Since they were made of steel, all Dan did was he used the power of the sun and burnt the automatons alive. Dan climbed up the mountain and then started hearing voices.

"Why are you doing this? Why are you doing what the gods are telling you? You are facing us alone with no help. Why side with them. Side with us for the downfall of Olympus!".

"Yes, Olympus must go DOWN!" yelled Dan.

Dan transported himself to Olympus and set fire to everything. He flooded the whole area and gave the hugest lightning storm. All the gods came and fought him. BAM! BOOM!

SIZZLE! Dan beat every single one except the big three. The four fought and fought until Dan got hit by a lightning bolt.

"You will go down! You send me there with danger around me that could kill me for your good!" yelled Dan.

"Son, listen, you're being used and I don't want to use this but you leave me no choice," BOOM! Dan got hit my molten rock from a fissure.

"Whoa! What happened?" asked Dan

"You had been taken over by Kronos." said Poseidon.

"Oh no!" said Dan! "I must go immediately!" said Dan.

"But wait your..."

Dan disappeared.

Dan appeared at the top of Mount Titane. "Come out Kronos! Fight me like a man!" yelled Dan.

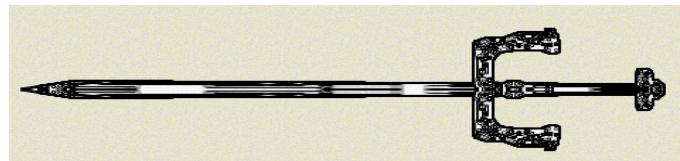
"So you have come again Dan! You will die today!"

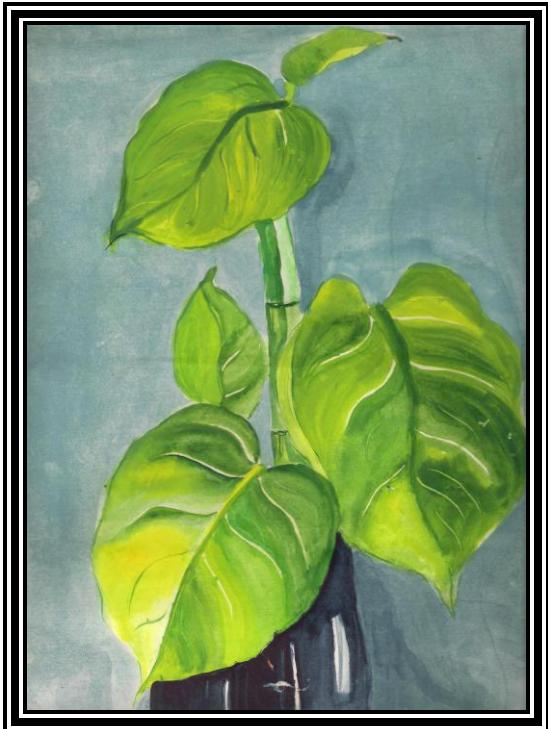
CLING! CLASH! The swords attacked each other creating sparks. Dan lept in the air and using Artemis's archery skill, he shot an arrow at Kronos's heart. He took the arrow out and kept on fighting. Dan then brought the water to his hand from the blessing of Poseidon and the lightning from Zeus and threw them at Kronos. He didn't feel a thing! Kronos then kicked Dan launching him to the edge. Dan put on his fathers helmet and went to the shadow of Kronos. Kronos then slowed time and got Dan off. Dan was off guard. All he had, was the Drazor and only his god powers that did nothing. He then remembered the power he had from the battle with Prometheus. He got all his rage and got his psychic powers and then made a force field. Kronos launched at him but he pushed him back. Then Dan waved his hands and made Kronos rise and then fall off the mountain killing him forever for the mark of the force field stopped his regenerating powers.

The titans all died due to their master dying. But from all that force, the mountain collapsed and Dan was stuck in the mountain. When the Gods got word, they went to the site and found the petrified body of Dan.

Hades went and picked up the body of his son. He then encased him with lava that always flowed showing the mark of where the titans had fallen forever and where the greatest God was dead.

The greatest god being Dan; the god of psychic and God powers.





Satarupa Dutta
Kolkata, West Bengal



Meghai Choudhury (7 Years)
Fairfield, Connecticut

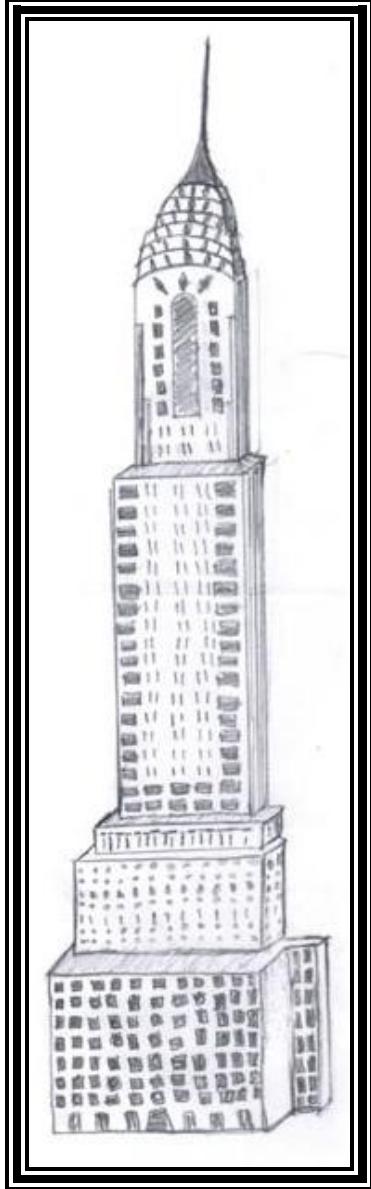


Rounak Bhunia (12 Years)
Rocky Hill, Connecticut

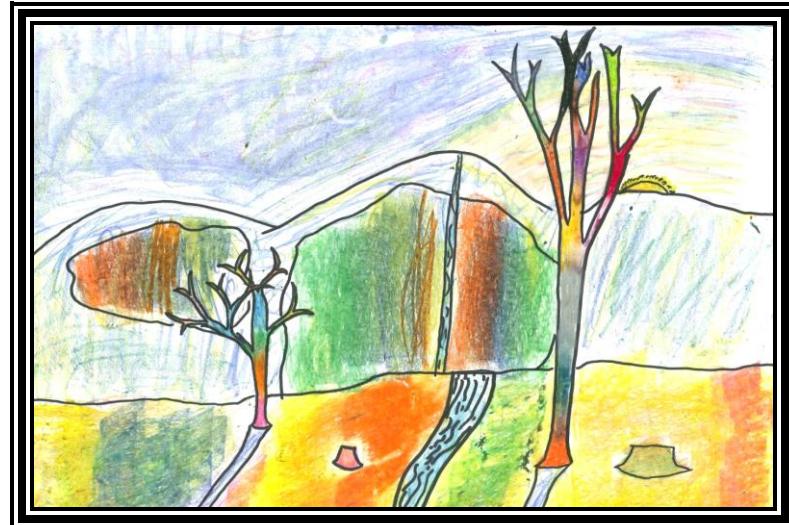
"Art has a tendency to enhance how we see. We begin to learn to see past the obvious. And soon learn to appreciate life more as well".

- Victor Santos

Chrysler Building



Sambhab Sau
(10 Years)
Fairfield, Connecticut



Ryan Huit (8 Years)
South Deerfield, Massachusetts



Rishika Sau (6 Years)
Fairfield, Connecticut

SPONSORS

Executive committee of NASKA is grateful to all our sponsors for their generous contributions. We would like to thank you all with deepest appreciation and gratitude.

Grand Sponsors

| Sponsor | Item |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Tarun Chowdhury | Fiberglass Kali Murti(Deity) |
| Nirupam Basu | Shipping of Deity from Kolkata, India |
| Subhajit Maitra | Purohit (Priest) |
| Shivaji Chatterjee | Bhog (Fruits) |
| Sarbamangal Choudhury | Mandap Shojya (Decoration) |
| Animesh Chandra | Publicity |
| Ranjit Basak | Venue |

Sponsors

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Ajit Karmakar | Navarun Gupta |
| Anjan Roy | Nitis Mukherjee |
| Anjan Saha | Nitya Chakraborty |
| Ashok Chakraborty | Prabhat Ghosh |
| Ashoke Bhattacharjee | Prabir Patra |
| Bhaskar Maji | Ranjit Basak |
| Bhojo Hori Rajbongshi | Samir Podder |
| Bishnu Dash | Sanjiti Sanyal |
| Dipak Ghosh | Santanu Deb Sikder |
| Saumitra R. Banerjee | Satyabrata Sau |
| Girija Bhunia | Soumitra Mukherjee |
| Gopal Sarkar | Sutapan Pal |
| Kaushik Mitra | Swapan Mukherjee |
| Pabitra K. Saha | |

Our status of 501(c)(3) non-profit charitable organization can double your contribution to NASKA by as simple as downloading 501(c)(3) /charitable matching contribution form from your employer's web site and forwarding the form to us. We will take care of all paper works. Some employers may need registering NASKA as eligible 501(c)(3) non-profit organization in their database. This is a one time process and should take 2-3 minutes at your end to complete the form.

This small effort from your end can go long way in making NASKA a successful organization.

If you have any question about the process, our Treasurer, Ashoke Bhattacharjee and other office bearers will be grateful to assist you. Please forward your queries to bashoke@hotmail.com, ashoke@rib-x.com and naskact@yahoo.com.



WISH YOU
A
HAPPY DIWALI
AND
KALIPUJA

Call Mary for all your Real Estate Needs!

Contact Mary Keklik

Marykeklik2000@yahoo.com

Mary.keklik@century21.com

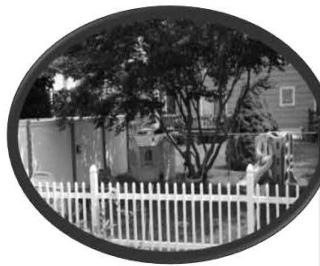
Cell - 203 581 1467



HomeServices Richter Real Estate
c21homeservices.com

My Second Home

Without doubt the
best place for your
child's stay!!!



Fabulous Backyard!

Perfect Play place for kids of all ages!



Many other kids to enjoy with!



We guarantee to keep your kids
happy!

Owner- Mohua Choudhury (also two full time assistants)

Address- 56 Bibbins Ave, Fairfield, CT 06825

Ph#-203-659-0361 **Cell-**203-715-8070

Email- mohuac@hotmail.com

Website- www.mysecondhomect.com

Asian Grocery 'N' Foods



We sell

- Fresh Meats, over 65 Different types of fish (Whole and Block)
- Spices, oil, daal, drinks, frozen foods, house ware, sweets
- Rice, Dairy products, vegetables, paan, snacks
- Movie rentals, phone cards, cigarettes and much more.....

We accept Master Card, VISA and Food Stamps

Address

244 Broad Street,
Manchester, CT 06040
Phone: 860-432-9469(Business)
: 860-830-3321(Emergency)

Store Hours

7 Days a week
11 am to 8:30
pm

**DZEN TREE FARM BY
MANNARINO BUILDERS, INC.**
www.mannarinobuilders.com

**HARTFORD COUNTY HOME BUILDER OF THE YEAR
FOR 2009**



Dzen Tree Farm

South Windsor, Connecticut

Phase I UNDER CONSTRUCTION – 26 Luxury Homes – Over 50% SOLD!



**MODEL HOME FOR SALE AT \$639,900 AND OPEN DAILY
MONDAY-FRIDAY 9 AM-3 PM WITH SUNDAY OPEN HOUSES**

Located in the heart of South Windsor, this subdivision is surrounded by over 100 acres of open space, including views of Hartford and an on-site stocked fishing pond. Traditional colonials will be the mainstay of this luxury development and there are many styles to choose from.

Custom Colonial and Ranch Homes Priced \$500,000-\$650,000
Energy Star Homes – Major Utility Savings of \$1,500-\$3,000/yr.

Now is *the* time to Buy!!!

Mannarino Builders is offering your choice of either until 12/31/09:

1. **Special Builder Financing:** 30 yr. Fixed 4.25% (rate subject to change)
2. **\$12,500 towards Incentives and Upgrades**

Call Listing Agent: Bob Knurek (860) 214-8535

Visit www.BobKnurek.com For Floor Plans, Lots, Pricing, and More

For us, it's all about you and your needs.



Philip P. Thampan
Retirement Planning Specialist
philip.thampan@axa-advisors.com
Tel: (201) 592-2571

AXA Advisors, LLC
400 KELBY STREET
FORT LEE, NJ 07024

Financial Professionals providing:

- Education Funding
- Financial Planning
- Mutual Funds
- Retirement Planning
- Variable Life Insurance

www.axa-equitable.com

Securities offered through AXA Advisors, LLC (NY, NY 212-314-4600), member FINRA, SIPC. Investment advisory products and services offered through AXA Advisors, LLC, an investment advisor registered with the SEC. Annuity and insurance products offered through AXA Network, LLC and its insurance agency subsidiaries. AXA Network, LLC does business in California as AXA Network Insurance Agency of California, LLC and, in Utah, as AXA Network Insurance Agency of Utah, LLC. AXA Advisors and its affiliates do not provide tax or legal advice. GE-55127a (5/10)

